সুধা-রা

(গান ও কবিতা)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, এম-এ, প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ—১৩৪

এক টাকা

শ্রীশৈলেশকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত,
১১৪ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয়, সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না, গান তাহাই বলে।"—(রবীন্দ্রনাথ)

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত,
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

যিনি আমাকে (যেন জন্মান্তর হ'তেই) লিখেছিলেন, "আমি চিরদিন ধ'রে আমার আত্মা তোমায় দিয়ে শুধু তোমার উপর নির্ভর ক'রে তোমার ছায়ার মতন তোমার চারিধারে ঘুরে বেড়িয়েচি—আমি চিরদিনই তোমার সাথী—জীবনে-মরণে তোমারি", যিনি এখন সুদূর পরপারে থেকেও তাঁ'র কথা ক'টীর মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা ক'র্‌চেন, তিনি আমার সহধর্ম্মিণী ; তাঁ'রই নামে আমার 'সুধা-রা'র উৎসর্গ—আজ আমার পরম আনন্দ !

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং
পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

(গীতা ৪।৩৮)

উপহার

ভক্তির/স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ

"সুধা-রা" বইখানি আমি আমার

................................কে

উপহার দিলাম।

ইতি শ্রী...............

তাং..................

সন ১৩৪ সাল

"Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge"—

(Wordsworth)

নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমার 'সুধা-রা' প্রকাশিত হোলো; এতে আছে আমার গান ও কবিতা। আমার গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বাঙ্গলা ও ইংরাজী পত্রে বেরিয়েছে। যে সব ছোট বড় কবিতা 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রে বেরিয়েছে তা'দের কতকগুলো নিয়ে 'সুধা-রা'য় প্রকাশ ক'রলুম, তবে ছোটগুলোকে গান ব'লেই দিলুম।

বাল্যকাল থেকেই আমার কবিতা লেখা অভ্যাস। রাণাঘাট পি, সি, এইচ, ই, স্কুলে পড়বার সময় প্রাতঃস্মরণীয় হেড্ মাষ্টার ৺নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে প্রায়ই কবিতা লিখ্‌তে বল্‌তেন; তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। 'সুধা-রা'র "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতাটী তাঁরই উৎসাহের ফল। এই 'বঙ্কিমচন্দ্র'ই আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা। জীবনের পথে চল্‌তে চল্‌তে দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে—অমানুষের অত্যাচারে আর মানুষের মনুষ্যত্বে অন্তরে যেখানে যে সব ভাবের উদয় হ'য়েছে তাদের বিকাশ হ'য়েছে আমার গানে বা কবিতায়; আমি যেস্থানে ব'সে বা দাঁড়িয়ে যা' লিখেছি সেস্থানের নামাদি লিখে দিইছি; তাই প্রত্যেক গান বা কবিতার নিম্নে বামদিকে বিভিন্ন স্থানের নাম।

আর একটা কথা—যে গানে যে সুরের আধিক্য আছে সেই গানে সেই সুরের নামটা দু'একজন গায়ক বন্ধুকে জিজ্ঞেস ক'রে বসিয়ে দিয়েছি; সুতরাং গায়ক-গায়িকারা আমার দেওয়া সুরে বিশেষ আস্থা স্থাপন না ক'রে তাঁদের ইচ্ছা বা সুবিধানুযায়ী যে কোন সুরে গাইতে পারেন।

আমার বন্ধু-বান্ধবেরা বই ছাপানোর জন্য বিশেষ উৎসাহদান করেছেন, কেহ (নিম্নে দেখুন) *

'সুধা-রা'র ফলাফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অন্তরের ব্যথা দিয়ে নানারূপে তাঁর নাম গান করাই আমার উদ্দেশ্য; তাই বলেছি—

Sing shall I Thce, Love, through ecstatic cheer
In tunes of melody differently set,
Travel shall I o'er the globe far and near,
And promulgate Thy name which is so pet !
Seated Thou art in the centre of my heart,
Its door being open in fulness of mirth ;
Hearest Thou my singing in artless art ;—
May strains of God-head take a lovely birth !
Sing ever shall I amidst grief and pain ;
Thy presence shall be full in all my song,
Self-forgetfulness being result main
And profusion of tears for all the wrong.
Merge shall I, Love, into Thee in the end
Relieved of all that my breast now rend.

(A Sonnet based on the idcas of "গাইব তব নামটুকু গো দেশ বিদেশে ঘুরে" পৃঃ ৫)

মহাপুরুষেরা বলেন, ঈশ্বরের চেয়ে ঈশ্বরের নাম বড়, অথচ সে নাম কত ক্ষুদ্র—ওঁ, হরি, গড্, খোদা ইত্যাদি। ঈশ্বর গুণাতীত অথচ সর্ব্বগুণান্বিত —নামের সঙ্গে মেশানো তাঁর অনন্ত বিভূতি ("নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।" গীতা ১০।৪০)। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর বহুরূপে প্রকাশ

* কেহ প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন; তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'র্‌ছি।

("তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি"—ছান্দোগ্য)। তিনি একে বহু এবং বহুতে এক হ'য়ে সর্ব্বব্যাপী।

কণা কণা বাষ্পে মেঘের সৃষ্টি, বিন্দু বিন্দু বারিতে সমুদ্রের উদ্ভব, অনু-পরমাণু নিয়ে এই অনন্ত বিশ্ব। বিশ্বের—জীবজগৎ তো দূরের কথা—প্রতি ধূলিকণা—অনুপরমাণু ঈশ্বরের সত্ত্বায় ভ'রপুর; তাই আমি আমার ভাষার মধ্যে "টুকু" কথাটীর প্রয়োগে—(যেমন প্রেমটুকু, রূপটুকু, স্মৃতিটুকু, গীতিটুকু প্রভৃতি)—বিশ্ববিধাতার বিচিত্র বৈভব ক্ষুদ্রতমাংশ ক'রে ধারণা ক'র্‌তে চেষ্টা করিছি; কারণ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের অনন্ততা উপলব্ধি করা আমার সাধ্যাতীত, এখন পাঠক-পাঠিকারা বিচার করুন!

'শেলীর কথায় আমার ব'ল্‌তে ইচ্ছা হয়—

"That Light whose smile kindles the universe,
That Beauty in which all things work and move,
That Benediction which the eclipsing curse
Of birth can quench not, that sustaining Love
Which, through the web of being blindly wove
By man and beast and earth and air and sea,
Burns bright or dim, as each are mirrors of
The fire for which all thirst, now beams on me,
Consuming the last clouds of cold mortality."

(Adonais)

শেষ কথা—'সু-ধারা' বড় তাড়াতাড়িতে ছাপানো হোলো, হয়তো এক আধটা সামান্য ভুল বা ত্রুটী থাক্‌বে; পাঠকপাঠিকারা তা' অনুগ্রহ ক'রে মার্জ্জনা ক'রবেন।

ইতি—অগ্রহায়ণ—১৩৪৫ সাল।

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

সূচিপত্র

সুধা-রা

(গান)

সূচিপত্র

(কবিতা)





শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত, এম্-এ.

(লেখক)

তুমি যে পরম প্রেমটুকু, প্রিয়।

(১)

যুগ যুগ ধরি' জনম লভিয়া
বাসিব তোমারে ভালো ;
তুমি যে পরম প্রেমটুকু, প্রিয়,
সুধা মাখাইয়ে ঢালো।
আকাশে তোমার স্বরূপ ছড়ানো,
বাতাসে তোমার সুবাস জড়ানো,
স্বরগে মরতে হিয়ার পরতে
জ্বলে যে তোমারি আলো !
তোমারি স্মরণে কারণাকারণে
চোখে বারি মোর
ঝরে গো কেন !
তাই বলি আজ, কাজ বা অকাজ
তোমারে সঁপিতে
পারি গো যেন !
করুণার বারিকণাটুকু দিয়ে
ধুয়ে দিও যত কালো।

সুর—কীর্ত্তন

কার্ত্তিক, ১৩৪৩,
কেশব সেন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত
মাঘ—১৩৪৩

বাঁধ্‌বে নাকি মিলনটুকু ?—

(২)

তোমার দেওয়া দুঃখের বোঝা
বইবো আমি মাথায় ক'রে ;
তোমার নেওয়া রইবো স'য়ে
ডেকে তোমায় পরাণ ভ'রে !
তোমার নামের নাইকো সমান,
"মানুষ" যে তা'র উজল প্রমাণ,
তোমার দেখা না পাই যদি,
তোর্‌বো তব নামের জোরে।
হাসা কাঁদার রঙ্‌মহলে
গাইবো তোমার গান,
তা'রই সুরে উঠ্‌বে মেতে
তোমার মহৎ প্রাণ !
দেখ্‌বে তখন নানান্‌ ছলে
ডুবিয়ে আমায় চোখের জলে ;
বাঁধ্‌বে নাকি মিলনটুকু
আপনহারা প্রেমের ডোরে ?

সুর—সাহানা

বৈশাখ—১৩৪৩,
হাওড়া ষ্টেশন, ই. আই আর।

"কিশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত
আষাঢ়—১৩৪৩

জীবন সম্বলটুকু গো !

(৩)

কে তুমি ? আমারে বল গো !
হৃদয়েরি বল, সাধনারি ফল,
জীবন সম্বলটুকু গো !
সৃজন-পালন-প্রলয় কারণ
যোগী যোগবলে কহে গো,
তব গুণ শুনি কখনো দেখিনি
শুধু মনে জানি আছ গো।
রবি শশী আদি যত গ্রহতারা
তোমারি নিয়ম প্রচারি' যে সারা !
তুমি পরাপরা, বেঁচে থাকা মরা,
দিবস-রজনী-ধারা গো।
পাপী বলে তুমি পতিতপাবন,
তাপী বলে তুমি ত্রিতাপনাশন,
জ্ঞানী বলে তুমি পরম বাঁধন,
আমি বলি প্রেমটুকু গো।

সুর—ইমন মিশ্র

কার্ত্তিক—১৩৪২
মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত
চৈত্র—১৩৪৩

জনম-প্রবাহটুকু আনে মরকলরব—

(৪)

লুকাবে কোথা, হে ভগবান ?
যেখানে রহিবে তুমি,
ধরিব যে পদ চুমি !—
নারিবে সরাতে তব প্রাণ।
আকাশ বাতাস আলো
বিকশি' মহিমা তব
ছড়াইছে দিবানিশি
বিভূতি গো নব নব !
জনম প্রবাহটুকু
আনে মরকলরব—
তোমাতে আমাতে ব্যবধান !
তোমার সৃজনধারা,
তোমারি প্রলয় রীতি,
তোমারি এ ক্ষিতি হ'তে
সুষমা সুরভি গীতি
উজলি' ধ্বনিছে আর
নীরবিছে নিতি নিতি,
—চরমে তোমাতে অবসান !

সুর—ভৈরব

আষাঢ়—১৩৪৪
লিলুয়া, ই, আই, আর

"কিশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত
ভাদ্র—১৩৪৪

গাইব তব নামটুকু গো দেশ বিদেশে ঘুরে !

(৫)

তোমারি গান গাইব আমি,
গাইব নানা সুরে ;—
গাইব তব নামটুকু গো
দেশ বিদেশে ঘুরে !
হৃদয় মাঝে আসন পেতে গায়িব দ্বার খুলে,
বোস্‌বে তুমি সেই আসনে, শুন্‌বে হেলে দুলে ;
পরশটুকু সেই দোলনে
মাতাবে মোর মন বোধনে
উঠবে বেজে রাগ-রাগিণী ভাঙ্গা জীবন পুরে !
যেথায় ব্যথা তিক্তদাহ গাইব গো সেইখানে,
তুমিই শুধু রইবে, প্রিয়, পূর্ণ আমার গানে,
হবো তখন আপনহারা,
নয়নে মোর বইবে ধারা ;
তব প্রাণে মিশ্‌বে এ প্রাণ, ভাব্‌না যাবে দূরে !

সুর—ভাটিয়ালী

আশ্বিন—১৩৪৩
হাওড়া ষ্টেশন, ই, আই, আর

আমার যেটুকু সেরা তোমারি পরশে ঘেরা !

(৬)

অন্তর জুড়ে আছো,
দেবতা আমার !
ঢালিব তোমারি পায়ে
বোঝা বেদনার।
আমার সাধের তরী
সাজায়ে আপন করে
ভাসায়ে দিয়েছি, প্রিয়,
নয়ন-দরিয়া 'পরে ;
আমার বলিতে কোনো
কিছু রাখিনিকো শোনো,
ভাবিয়া তোমারি কথা সার।
এবার কি, প্রিয়তম,
জুড়াবে বুকের জ্বালা ?
পাবো কি তোমার দেখা
পরাতে মিলন-মালা ?
আমার যেটুকু সেরা
তোমারি পরশে ঘেরা ;—
তুমি যা'র ভাবনা কি তা'র ?

সুর—ভৈরবী মিশ্র

শ্রাবণ—১৩৪৪
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেটুকু কি পাব গো শেষে ?

(৭)

ভেসে যায়
তরণী আমার,—
কোথা কোন্ অজানা দেশে !
যাহা চায়
পরাণ আমার
সেটুকু কি পাবো গো শেষে ?
দরিয়া মাঝারে যেথা
ঘূর্ণি হাওয়া,
সেথা যে গো বড় দায়
তরণী বাওয়া !
হাল ছেড়ে পা'ল তুলে
যাবে তরী দুলে দুলে,—
নেচে নেচে তালে তালে,—
প্রণয়া-বেশে !
কোথা কোন্ অজানা দেশে !

সুর—আলেয়া

আষাঢ়—১৩৪৪
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

নামটুকু ল'য়ে মাতোয়ারা হ'য়ে
করিব যতেক কাম !

(৮)

বলিব শ্রীহরি,
স্মরিব শ্রীহরি,
লইব শ্রীহরি নাম ;
নামটুকু ল'য়ে
মাতোয়ারা হ'য়ে
করিব যতেক কাম ।
শ্রীহরি নামের শ্রীহরি তুলনা,
শ্রীহরি পাবার নামই সূচনা,
শ্রীহরি কারণ শ্রীহরি সাধন,
শ্রীহরি মোহন সাম ।
হরিনাম গানে নামই আসোল,
তাই প্রাণ বলে বল হরিবোল !
শ্রীহরি ভজিয়া, শ্রীহরি ধরিয়া,
যাব গো শ্রীহরি ধাম ।

সুর—কীর্ত্তন

আষাঢ়—১৩৪৪
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

'ভালবাসি' 'ভালবাসি',—কথাটুকু মিছে না রে!

(৯)

ভালবাসি তারে আমি
বলিব গো বারে বারে,
'ভালবাসি' 'ভালবাসি',—
কথাটুকু মিছে নারে !
'ভালবাসা' 'ভালবাসা',
তোমার মহিমা খাসা,
তুমি যে গো পরমাশা
ইহকালে পরপারে।
যমুনা পুলিনে আমি
কত যে বেসেছি ভালো,
ভালবাসা রূপ ধ'রে
কত ঘরে জ্বালি আলো !
তবুও মেটেনা নেশা,—
অপরূপ ভালবাসা !
জ্বলে সে যে ধীকি ধীকি
অশেষ জীবন-তারে !

সুর—দেশ

অগ্রহায়ণ—১৩৪৩
চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

ধরাটুকু মাঝে আছ, প্রিয়তম,—

(১০)

তোমারি লাগিয়া
অঞ্জলি ভরি'
এনেছি ব্যথার ডালা ;
তোমারে স্মরিয়া
নয়নেরি জলে
জপেছি দুঃখেরি মালা
দীন-অতি-দীন করেছ আমারে,
জানি না কি দিয়ে পূজিব তোমারে !
আছে শুধু বুকে বেদনারি বোঝা,—
তাই ও চরণে ঢালা !
ধরাটুকু মাঝে আছ, প্রিয়তম,
খেলিছ যে খেলা লুকোচুরি সম !
দরশনে কবে হ'বে গো মিলন,—
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা !

সুর—আশাবরী

অগ্রহায়ণ—১৩৪৩
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ভুবন-ভোলানো রূপটুকু কবে
হেরিব নয়ন মেলে ?

(১১)

দিও না চরণে ঠেলে।
দেবতা আমার, সাধনা আমার,
রেখোনাকো দূরে ফেলে।
পথের মাঝারে
চলিতে চলিতে
যদি গো ভুলেরি ভারে,—
দুঃখের তাড়নে
দূষি গো তোমায়,
ক্ষমিও জীবনপারে !
দশদুঃখে তুমি
দশ-অবতার,
প্রাণের দেবতা,
হে প্রিয় আমার !
ভুবন-ভোলানো
রূপটুকু কবে
হেরিব নয়ন মেলে ?

সুর—রামকেলী

পৌষ—১৩৪৩,
হাওড়া ষ্টেশন, ই আই, আর !

স্মরণটুকু হৃদয়ে মেখে
ঘুমায়েছিনু বকুল-তলে—

(১২)

রাত্তির ভোরে,
ঘুমের ঘোরে,
এসেছিল সে আমারি পাশে !
তখনো ছিল
দরদ-ভরা
গলেতে মালা, জ্যোছনাকাশে ;
তখনো তরী ঘাটেরি ধারে
ছিল যে বাঁধা যেতে গো পারে !
তখনো আঁখি স্বপনভারে
ছিল গো যেন দরশনাশে !
স্মরণটুকু হৃদয়ে মেখে
ঘুমায়েছিনু বকুল-তলে,
মরম-কোণে ছিল সে জেগে
ছড়ায়ে হাসি ফুলের দলে ;
থাকে সে কাছে, অথচ দূরে,—
এ যেন ধাঁধা !—দেখে সে হাসে !

সুর—বেহাগ

বৈশাখ—১৩৪৪,
লিলুয়া, ই. আই. আর ।

তব ছবিটুকু মরমে আঁকিয়া
করি কত তোলাপাড়া

(১৩)

চলে যে তরণী ধীরে !
ছিঁড়ে গেছে পা'ল,
ভেঙ্গে গেছে হাল,
ভাসি আমি আঁখি নীরে।
নিভে গেছে দীপ, নিভেছে চাঁদিমা,
চারিদিকে ঢালা বিষাদ কালিমা,
নাহিক বাতাস, নাহি বহে শ্বাস,
বুকখানা যায় চিরে !
তব স্মৃতিটুকু
জাগায়ে রেখেছে
আমারি চেতনা সাড়া,
তব ছবিটুকু
মরমে আঁকিয়া
করি কত তোলাপাড়া !
—দেখা পাবো ব'লে দুঃখের পসরা
ব'য়ে চলি নতশিরে।

সুর—ছায়ানট

মাঘ—১৩৪৩,
গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালকিয়া।

তব বেদীটুকু সাজাবো যতনে
কামনা-কুসুম ঢালি'—

(১৪)

এস, প্রিয়তম, প্রাণে।
অন্তর দিয়ে
মন্দির মম
রচিয়াছি তব গানে।
তব বেদীটুকু
সাজাবো যতনে
কামনাকুসুম ঢালি',
তব আলোটুকু
হেরিব নয়নে
দীপশিখাটুকু জ্বালি' ;
সারাটী রজনী
করিব আরতি,
হৃদয় খুলিয়া
জানাবো গো নতি,
মুখরিত হবে
গৃহ প্রাঙ্গণ
শঙ্খ-ঘণ্টা-তানে।

সুর—মিশ্র রামকেলী

চৈত্র—১৩৪৩,
কালীরাখা, দেওঘর।

(কবে) আপন ক'রে পাওয়াটুকু
উজল হ'য়ে উঠ্‌বে গো !

(১৫)

(কবে) আপন ক'রে পাওয়াটুকু
উজল হ'য়ে উঠ্‌বে গো !
(কবে) আপন ভোলা মনের মাঝে
তোমার আলো ফুট্‌বে গো !
(কবে) তোমায় ভরা তোমার ছায়া
ছাইবে মম বচন কায়া,
(কবে) আমার হৃদি-বৃন্দাবনে
উজানে প্রেম ছুট্‌বে গো !
(কবে) তোমার বুকে বুক্‌টী রেখে
মুখ্‌টী মধু লুট্‌বে গো !
(কবে) এমন ক'রে পেয়েও তবু
পাবার নেশা ঘুর্‌বে গো !

সুর—কীর্ত্তন মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪৩,
যশিডি ষ্টেশন, ই, আই, আর।

—শুনে সেটুকু বাণী প্রাণ জুড়ালো !

(১৬)

মহাকালদ্বার খুলেছে এবার
যাবো যে নদীপার, ধর গো আলো।
একে একা চলা, তা'তে পথ ভোলা,
সাথে যে ভাঙ্গা ভেলা গোল বাধালো !
সুদূর পরপারে কে যে গো সুরবালা
হাসিছে লাজভরে ল'য়ে প্রণয়ডালা,
ডাকে সে, "এস, প্রিয়, সাঙ্গ ভব-জ্বালা"
শুনে সেটুকু বাণী প্রাণ জুড়ালো !
"বেসো না কভু ভালো" বলে সে গানে গানে,
"আমারে বেসে ভালো বেদনা অভিমানে
কত যে পেলে ব্যথা আপন মন-প্রাণে !
তাহারি ফলে বুঝি, মরণ ভালো"।
কহে সে আলো ধ'রে, "এস না, প্রিয় দ'লে
আমারি দেয়া মালা যা' আছে তব গলে,
ভালো যে বাসি তোমা স'পিয়া পদতলে
আমার আমিটুকু ঘুচাতে কালো"।

সুর—ভৈঁরো

অগ্রহায়ণ—১৩৪২
হেদুয়া, কলিকাতা।

—স্বরগটুকু পাবো মরণে।

(১৭)

দেবতা জাগো, দেবতা জাগো,
আমার হৃদিবৃন্দাবনে ;
পুণ্যতোয়া যমুনাধারা
বইবে তবে কলস্বননে।
সকাল সাঁঝে বাজ্‌বে বাঁশী,
আপনা ভুলে হবো উদাসী,
তীর্থকরা গয়া বা কাশী
পূর্ণ হবে মোর জীবনে।
পুজার আগে সাজাবো ডালা,
আরতিক্ষণে পরাবো মালা,
ঘুচিবে যত মরম জ্বালা,—
স্বরগটুকু পাবো মরণে।

সুর—নায়কী কানাড়া

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৩,
চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ,
কলিকাতা।

—ওইটুকু নিয়ে চলি' ধীরে ধীরে
দাঁড়াবো নীরবে সাগরের তীরে !

(১৮)

যেদিন প্রথমে দেখা তব সনে
ক'হেছ সে দিনে "আমি যে তোমারি" ;
শুধায়েছ আরো "এতখানি সুখ
স'বে কি বরাতে,—র'বে কি আমারি ?"
—এই কথা ক'টী শ্রবণে যে বাজে
দিবস যামিনী অবসরে কাজে,
আর মুখটুকু উজলি' যে রাজে !
জাগে কত ব্যথা মরম বিদারি' ।
সেদিন প্রভাতে যেতে যেতে সাথে
ঢেলে দিলে পীযূষেরি ধারা ;
আজ তারি স্মৃতি ভাসে ভাঙ্গা বুকে,
হ'য়ে যাই যেন আমিহারা !
—ওইটুকু নিয়ে চলি' ধীরে ধীরে
দাঁড়াবো নীরবে সাগরের তীরে !
তুমি এসে মোরে নেবে বাহু ঘিরে,
বিরহেরি জ্বালা নিভিবে দোঁহারি ।

সুর—সুরট মিশ্র

কার্ত্তিক—১৩২৩.
লিলুয়া. ই, আই, আর

আমিটুকু ভেঙ্গে গ'ড়ে
গাহিছ আপন জয় !

(১৯)

পাবো কি তোমারে, ভগবান ?
পাবো কিহে, প্রিয়তম,
হৃদয়দেবতা মম ?—
ধ্বনিবে কি হৃদে তব গান ?
আমার আমিটা নিয়ে হ'য়ে আছো আমাময়,
আমিটুকু ভেঙ্গে গড়ে গাহিছ আপন জয় ;
আমি যে আমারি কারা,
তাই তো পাগল-পারা !—
অন্তর করে সমাধান।
আমার এ দেহটুকু তোমারি আছে তা' জানা,
আমারি এ মনোমাঝে তোমারি ভাবনা নানা ;
অনাদি অসীম 'আমি'
তোমারি শরণকামী—
জনমে মরণে প্রাণবান !

স্থর—মিশ্র ভৈরবী

ভাদ্র—১৩৪৪,
বেলুড় ষ্টেশন, ই, আই, আর।

প্রাণ-টুকু যে আছাড় খেয়ে
মাখ্‌ছে গায়ে অনন্ততা !

(২০)

চাঁদিনী রাতে কাহার কথা
র'য়ে র'য়ে মনে পড়ে—
জাগেরে কত গোপন ব্যথা !
ফোটা ফুলের গন্ধ ল'য়ে
দখিণ বায়ু যায় রে ব'য়ে !—
পা'লভরা ঐ নেয়ের তরী
চল্‌ছে ধীরে ওপার যথা।
অশ্রুমাখা চোখের কোলে
বুকচাপা মোর বেদন ভার
কে যেন রে ভাসিয়ে তোলে !
গায় তটিনী করুণ সুরে,
বিহগ গাহে গগনপুরে,
প্রাণটুকু যে আছাড় খেয়ে
মাখ্‌ছে গায়ে অনন্ততা !

সুর—মান্দবিহাগ

চৈত্র—১৩৪২
হেদুয়ার ধার, কলিকাতা।

(আজি) বাদলরাতে ব্যথাটুকু যে জাগে !

(২১)

(আজি) বাদলরাতে
ব্যথাটুকু যে জাগে !
বুকে বিঁধিয়া সে যে
মরমে লাগে ।
(তবু) মোহনসুরে
মোর মানস-পুরে
কে যেন গাহে গান
প্রণয়-রাগে !
(হের) ঝর ঝর ঝরিছে বরষাবারি
থর থর কাঁপিছে হৃদি যে ভারী ;
(ওই) তটিনী বহিয়া জল
—কল্ কল্ ! ছল্ ছল্ !!—
দরদী সাগর-দেহ
পরশমাগে ;
(হায়) অশ্রু বেদনা শুধু
আমারি ভাগে !

সুর—মিশ্রবাহার

শ্রাবণ—১৩৪৩

আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা

জীবনটুকু কে কতদিন
রাখ্‌তে পারে এ দুনিয়ায় ?

(২২)

জীবনটুকু কে কতদিন
রাখ্‌তে পারে এ দুনিয়ায় ?
রজনী-দিন-ভেদ ঘোচে রে !—
মরণ যদি না থাকে তায়।
আঁধারে তাই আলোয় প্রীতি,
বিরহে তাই মিলন-স্মৃতি,
মরণে তাই নিতুই নব
জীবনরাজে এ বসুধায়।
সুখের পরে আস্‌ছে দুঃখ,
দুঃখের পরে সুখ ;—
প্রকৃতির এ বিরাটধারা
ছোটে সাগর-মুখ ;
তাকাস্‌নে রে পিছন ফিরে,
কর্ম্ম নিয়ে চল্‌রে ধীরে,
সঞ্চিত যা' কিছু রে তোর
লাগ্‌বে কাজে পারে খেয়ায়।

সুর—মিশ্র গজল

শ্রাবণ—১৩৪৩,
আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা।

লয়টুকু কি ফির্‌বে না রে ?

(২৩)

সুরের আলো
জ্বাল্‌বো আজি
আমার ভাঙ্গা খাটের ধারে,
মূর্‌ছনা যা'
উজল হ'বে
লয়টুকু কি ফির্‌বে নারে ?
বকুলতলে
গোড়্‌বো এবার
গানের গাঁথা অর্চ্চনাঘর ,
বসাবো তায়
প্রেমের ঠাকুর,
চাইবো হৃদি-প্রার্থিত বর
ধূপটী কভু জ্বোল্‌বো কোণে,
ভক্তি কভু রোইবো মনে,
অর্ঘ্য কভু সাম্‌নে থেকে
হেরবো আমার দেবতারে।

সুর—সিন্ধু মিশ্র

বৈশাখ—১৩৪৪
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গগনটুকু উপরকূলে
সাজিয়ে খোঁপা আলোর ফুলে—

(২৪ (

শিশিরঝরা গোলাপ যেন
ফোটে সে মোর মন বাগিচায় !
সুরভি তা'র দিক্ আমোদে,
মেতে গো যায় প্রাণ মদিরায় !
আবেশভরে পরিয়ে মালা,
মৃণালভুজে সাজিয়ে ডালা,
কয় সে "প্রাণের দেবতাগো,
মিটাও তৃষা বদন-সুধায়" ।
জ্যোৎস্নাঢালা নিঝুমরাতে
তন্দ্রাঢাকা দরিয়াপার,
বাজায় বুকে বিদায়বীণা,
ভাসায় চোখে শতেকধার !
গগনটুকু উপর-কূলে
সাজিয়ে খোঁপা আলোর ফুলে
দরদমাখা আঁচল-বায়ে
মুছায় নয়ন এ নিরালায় ।

সুর—সাহানা মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪২,
হেদুয়া, কলিকাতা ।

গানটুকু মোর গেয়ে, প্রিয়,
বাজিয়ে যাবো জীবনবীণা ;—

(২৫)

গানটুকু মোর গেয়ে, প্রিয়,
বাজিয়ে যাবো জীবনবীণা ;
তোমায় শুধু শুনিয়ে যাবো,
জান্‌বোনাকো শুন্‌চো কিনা।
যে জন আমায় নিন্দা করে
'ভালই কর' বোল্‌বো স'রে ;
সেটা যে মোর দেহাভরণ
সোণার গায়ে যেমন মিনা !
যে জন আমায় নিঠুর প্রাণে
বিদ্ধ করে কথার বাণে,
বন্ধু সে যে,—সজাগ রাখে !
—ঘুমাই পাছে বচন বিনা !
যে জন অপমানের গরল
ঢাল্‌বে মুখে ক'রে তরল,
বাস্‌বো ভালো তা'রেই বেশী,
অভাব তা'রি তোমায় চিনা !

সুর—লগ্নীমিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪৪,
হাওড়া ষ্টেশন, ই আই আর

যোগীযোগটুকু তোমারি লাগিয়া—

(২৬)

তোমারি কামনা, তোমারি ভাবনা,
তোমারি সাধনা সার !
তুমি যে, বঁধুয়া, পরম রতন—
জীবনমরণাধার !
যোগীযোগটুকু তোমারি লাগিয়া,
জ্ঞানীর যে জ্ঞান তোমারে ভাবিয়া,
যেখানে যা' হেরি সাজানো তোমারি,
তুমি সবে—সবাকার !
কতদিন কত মাস ও বরষ
কাটায়েছি
বুকে তোমারে পেয়ে !
তোমারে যে পায়, দুঃখ তারি যায়,
তুমি থাক
তা'র পরাণ ছেয়ে,
তোমারি আশায় আছি গো ধরায়,
ডাকি তোমা শতবার !

সুর—কীর্ত্তন মিশ্র

বৈশাখ—১৩৪৪,
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবারে তাই বাস্‌বো ভালো সেইটুকুই যা' ভগবান

(২৭)

স্মৃতির হাওয়া ভরিয়ে দেছে
আমার প্রাণে ব্যথার গান,
সেই গানেরি সুরের ধারায়
ছুট্‌ছে যে গো দুঃখের বান।
হারিয়ে তা'রে পরাণ কাঁদে,
লিখিগো তাই করুণ ছাঁদে,
ভাবিনি, হায়, এমন হবে
আমার দিনের অবসান।
বাস্‌বে ভালো অতি-অধিক
ফল হবে গো জীবনে ধিক্ !
এবারে তাই বাস্‌বো ভালো
সেইটুকুই যা' ভগবান।

সুর—মিশ্র পূরবী

অগ্রহায়ণ—১৩৪২,
হেদুয়া, কলিকাতা

শান্ত হবে হৃদয়টুকু,—

(২৮)

হোলি খেলায় রাঙা মেলায়
রঙিয়ে দেবো বঁধুর গাল ;
আবীর গাঙে ডুব্‌টী দিয়ে
লুকিয়ে রবো কতককাল।
আকাশগায়ে সন্ধ্যাতারা
ক’রবে মোরে পাগলপারা !—
রাত্‌টী যবে আস্‌বে ধীরে
হোলির রঙে কোর্‌বো লাল।
হোলির হাটে বেচিব মোর
বুকের ব্যথা,
মনের কালো,
কিন্‌বে যে গো ব্যথার ব্যথী,—
ধরণী যা’র
আলোয় আলো !
শান্ত হ’বে হৃদয়টুকু,
ঘুচ্‌বে যত দুঃখের হাল।

সুর—বাহার মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪২
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রীতিটুকু মাঝে মায়ার বরুণা—

(২৯)

দিবসযামিনী
ভাসো কে গো তুমি
কাজে অবসরে মন-পারাবারে।
চিনি মনে করি,
চিনিতে না পারি,
শুধু জানি তারো অকূল পাথারে।
কভু জায়া হ'য়ে বাঁধগো প্রণয়ে,
কভু পতি হ'য়ে ধর গো হৃদয়ে,
কভু পিতা, মাতা, কভু ভয়ত্রাতা,
কাননে ভূধরে এপারে ওপারে।
দুঃখ দেখে কভু তুমি যে করুণা,
প্রীতিটুকুমাঝে মায়ার বরুণা,
কভু তব দেয়া, কভু কেড়ে নেয়া,
আলোক আঁধার তোমার বিচারে।

সুর—কেদারা মিশ্র

কার্ত্তিক—১৩৪৩,
হেদুয়া, কলিকাতা

দরদটুকু যে ঢালো !—

(৩০)

বাসিয়াছ তুমি ভালো।
আপনা ভুলিয়া পরাণ খুলিয়া
দরদটুকু যে ঢালো ।
কতজনমের পরে, প্রিয়তম,
পেয়েছি পরশ তব,
কত মরণের স্রোত-মুখে ভেসে
পেয়েছি জীবন নব,
কত ঘুম ঘোরে
কত ভাঙ্গা স্মৃতি !
'তুমি'-'আমি'-ঘেরা
কত মধু-গীতি
কত যে গেয়েছি
তোমাতে আমাতে
—আঁধারে আজি সে আলো !

সুর—সুরট মিশ্র

ভাদ্র—১৩৪৪.

কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বপনের মত ভাতিবে যেন গো
স্মৃতিটুকু ঘুমভারে !

(৩১)

জীবনে যদি গো দেখা নাহি দাও,
দেখা দিও, প্রিয়, মরণে ;
যতদিন দেহে রহিবে পরাণ,
রাখিব তোমারে স্মরণে।
সারাটী রজনী প্রদীপ জ্বালিয়া
রহিব দিবসকরম সারিয়া,
বীণাটি অরুণ-উদয়ে সাধিয়া
মাতাইব তোমা বরণে।
ভেসে যাবে ভাঙ্গা
তরীখানি মোর
সুদূরের পরপারে !—
স্বপনের মত
ভাতিবে যেন গো
স্মৃতিটুকু ঘুমভারে !
—এরি মাঝে তুমি হবে যে উজল !—
লুটাবো রাতুল চরণে।

সুর—ইমন পূরবী

আষাঢ়—১৩৪৪,
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

গানটুকু মোর জীবন-সাথী,

(৩২)

গানটুকু মোর জীবনসাথী,
গান গাহি তাই ব্যথার ঘোরে ;
আকাশ বাতাস কাঁপ্‌ছে গানে,
গান ক'রেছে পাগল মোরে !
গায় তটিনী লহর তুলে,
গায় পাপিয়া পরাণ খুলে,
গানের সুরে সুর দিয়ে গো
বকুল কুঁড়ি প'ড়্‌ছে, ঝোরে !
গান গেয়ে যায় নেয়ের মাঝি
প্রেমের আলো জ্বালিয়ে দেরে !-
আলোর আলো উঠ্‌বে জ্ব'লে
ভুবনটাকে পূর্ণ হেরে,
—গানের হাওয়া উঠেছে তাই
আমার ভাঙ্গা-ঘাটের দোরে।

সুর—গজল মিশ্র

চৈত্র—১৩৪৩,
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ব'সে আছি একা স্মৃতিটুকু নিয়ে—

(৩৩)

আলোটী তোমার ধর।
আঁধারে চলিতে
নারি যে গো, প্রিয়,
হৃদি কাঁপে থর থর।
ব'সে আছি একা
স্মৃতিটুকু নিয়ে
তটিনীর ভাঙ্গাকুলে,
পরপার হ'তে
ঢুলে ঢুলে এসে
নে'বে মোরে বুকে তুলে;
আলোধরা কাজ না রবে তোমার,
ঘুচে যাবে যত বেদনা আমার;
হিয়ার মাঝারে হিয়াটী রাখিয়া
ভেসে যাবো তর তর!

সুর—ভীমপলশ্রী মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪৩,
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩

—তখন সে যে আলোকটুকু
আমার আগে ধরেছে !

(৩৪)

আলোর আলো লেগে আমার
পরাণ আলো ক'রেছে ;
সেই আলোতে স্নান ক'রে সে
আমায় ভালবেসেছে ।
আঁধার পথে গহিন রাতে
চল্‌ছি যবে শূন্য হাতে,
তখন সে যে আলোকটুকু
আমার আগে ধ'রেছে,
সেই গো আলো, সেই গো আলো,
হৃদয় যা'রে বাস্‌ছে ভালো ;
সে আলো আজ উজল হ'য়ে
ভুবন আলো ক'রেছে !

সুর—সিন্ধু মিশ্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪২,
হনূমান রোড, নিউদিল্লী ।

ভালবাসাটুকু দিয়ো !

(৩৫)

ভালবাসাটুকু দিয়ো।
যা' কিছু আমার
সকলি তোমার
বোঝাপড়া ক'রে নিয়ো।
তুমি মম, প্রিয়তম,
কাঙালেরে তুমি
বুকে তুলে লও—
তোমারে গো কোটী নম !
কভু তুমি আলো,
কভু বা আঁধার,
কভু তুমি জাল
বিরাট ধাঁধার !
তব গতিবিধি
বুঝি বা না বুঝি—
বুঝি যেন তুমি প্রিয়।

সুর—মিশ্র বেহাগ

পৌষ—১৩৪৩,
বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশন, ই, আই, আর।

বিরহ-মেঘের কোলে
বিজলীটুকু যে দোলে !

(৩৬)

পূরব তোরণ-শিরে
অরুণ উদিছে ধীরে !
জাগো, প্রিয়তম, জাগো,
আমি যে তোমারি দ্বারে !
সারাটী রজনী একা
কাঁদি, নাহি তব দেখা—
তাই আসি নিতি, প্রিয়,
শুধু তোমা হেরিবারে।
যাতনা লাঘব লাগি'
ও দেহ পরশ মাগি,
ঘন ঘন মুখচুমি
ঘিরি' তোমা চারিধারে।
বিরহ-মেঘের কোলে
বিজলীটুকু যে দোলে !
তবে কেন চোখে বারি ?
মিলন হবে যে পারে।

সুর—ইমন মিশ্র

মাঘ—১৩৪২,
জুনবাধ, বৈদ্যনাথধাম।

(তুমি) জীবনটুকুর দানে,
দিয়েছ আমায় মায়া ভালবাসা।

(৩৭)

ভুলো না, ভুলো না মোরে।
হে প্রিয় দেবতা,
আমার বারতা
শুন গো যতন ক'রে।
(তুমি) জীবনটুকুর দানে,—
দিয়েছ আমায়
মায়া ভালবাসা
শুধু কি খেলারি ভাণে?
—এ যে নহে খেলা,
এ তব বিকাশ!
এ যে তব রচা
কামনা-নিকাশ!
পূরাবে কি মোর
শেষ অভিলাষ
বাঁধিয়া প্রণব-ডোরে?

সুর—রামকেলী

পৌষ—১৩৪৩,
মধুপুর ষ্টেশন, ই, আই, আর।

ভেসে ওঠে আজ চাঁদমুখটুকু—

(৩৮)

এমন বাদল ধারা !
ভেসে ওঠে আজ চাঁদমুখটুকু উজলি' হৃদয় সারা !
রক্তিমরাগরঞ্জিতমুখ
দর্শনে মোর হোতো কত সুখ !
ভুলিতাম যত জীবনের দুঃখ, বুক হোতো প্রেমভারা !
নাহি আজ আলো-রেখা !
কুটীর আঙিনা সুদূরবনানী
নিকষ তিমিরে লেখা !
দুনিয়ার বুকে আজ ফাঁকা ফাঁকা
দেখ্‌ছি রে পথ—কত এঁকা বাঁকা !
ধূধূকরা যেন মরীচিকা আঁকা !—
হই যে রে দিশেহারা !
আনো আলোটুকু নেয়ে ;
—তরীখানা ভাঙ্গা ! চায়না তো যেতে
আঁধারের পারে ধেয়ে !
প্রাণ থেকে মোরে কে যেন রে বলে,
'আরো কিছু পথ ধীরে যা'রে চ'লে,
পাবিরে খুঁজিয়া পাবিরে তা'হ'লে
জীবনে যা' ধ্রুবতারা'।

সুর—মিশ্র ভৈরবী

আষাঢ়—১৩৪৩,
আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা।

"কিশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত,
আশ্বিন—১৩৪৩।

রবো বুকে ক'রে শুধু স্মৃতিটুকু

(৩৯)

(আমি) তব নাম ধ'রে
কত যে ডেকেছি,—
তবু কেন সাড়া
দিলে না, দিলে না !
(আমি) তব প্রেম-রেণু
কত যে মেখেছি !
তবু হৃদে তুলে
নিলে না, নিলে না।
অপরাধ যদি
তব নাম করা,—
তবে, প্রিয়তম,
দিওনাকো ধরা ;
থেকো দূরে স'রে,
রবো বুকে ক'রে
শুধু স্মৃতিটুকু,
—মিছে না, মিছে না

সুর—ভৈরবী-মিশ্র

ভাদ্র— ১৩৪৪,
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গা'বে নদনদী সারাটী দুনিয়া বুঝি' প্রেমটুকু-রীতি

(৪০)

জনমে জনমে জীবনে মরণে
গাহিব তোমারি গীতি ;
তোমারি প্রেমের পূজারী সাজিয়া
পূজিব তোমারে নিতি ।
গাহিব প্রভাতী
অরুণ আলোকে,
করম-প্রেরণা
খেলিবে ভূলোকে,
সে স্থর পুলকি'
ছুটিবে দ্যুলোকে,
বাড়িবে বুকের প্রীতি ।
গা'বো তব নামে
পরাণ খুলিয়া,
গা'বে তরুলতা
বাতাসে ছুলিয়া,
গা'বে নদনদী
সারাটি দুনিয়া
বুঝি' প্রেমটুকু-রীতি ।

স্থর—মিশ্র কীর্ত্তন

ভাদ্র—১৩৪৪,
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সত্য পরম-আত্মাটুকু

(৪৯)

দিনের আলো ফুরিয়ে গেল,
আঁধার হোলো ঘরসাধনা,
আকাশ ঘনঘটায় ভরা,
ডুব্‌লো রাতে সব জ্যোছনা
রূপ-শিখা যে রঙিয়ে দিল
উজল আভা আমার প্রাণে,
স্বরটুকু যে শুনিয়ে দিল
সোহাগে সুর আমার কাণে !
নিঝুম রাতে কে যেন এসে
ব'সে থাকে গো শিয়র দেশে,—
হৃদয় আমার হর্ষে নাচে,
ভুলে গো যাই সব যাতনা !
মলয়ানিল উদাসভরে,
উড়িয়ে আনে কতই কথা,
মধুঘোষের মধুর রবে
উথ্‌লে ওঠে বুকের ব্যথা !
ক্ষণেক পরে চাইলে আঁখি
দেখি, ধরায় সকল ফাঁকি !
সত্য পরম-আত্মাটুকু, মিথ্যা কেবল আনাগোনা।

সুর—মিশ্র কালেংড়া

পৌষ—১৩৪২,
হেদুয়া, কলিকাতা

দরদমাখানো সুরটুকু ভ'রে প্রণয়-মদিরা ঢালো

(৪২)

তুমি যে বাসগো ভালো ;
দরদমাখানো
সুরটুকু ভ'রে
প্রণয়-মদিরা ঢালো।
গভীর নিশীথে
হেরিব তোমার
ভুবনভোলানো হাসি,
আলোটুকু ল'য়ে
সাম্‌নে দাঁড়ায়ে
ক'বে মোরে ভালবাসি ;
ময়ূর-পুলকে
নাচিবে হৃদয়,
স্বরগে মরতে
ঘটিবে প্রলয়,
এরি মাঝে রবো
তোমা পানে চেয়ে !—
মুছে যাবে যত কালো।

সুর—মিশ্র ছায়ানট

পৌষ—১৩৪৩,
হাওড়া ষ্টেশন, ই, আই, আর

তব প্রেমটুকু গলিয়া গলিয়া পড়ে যেন শতধারে !

(৪৩)

জনম জনম
নিরখি' ওরূপ
মিটিল না মম আশা ;

যেদিকে তাকাই
নেহারি তোমায়,—
তোমারি যে ভালবাসা !

হিয়ার মুকুরে
হিয়াটী ধরিয়া
হেরি তোমা
বারে বারে,

তব প্রেমটুকু
গলিয়া গলিয়া
পড়ে যেন
শতধারে !

কভু শিহরণে নিজে ভুলে যাওয়া,
কভু যেন তব পরশন পাওয়া
কভু মনে হয়, তান মান লয়
আমাতেই পরকাশা !

সুর—কীর্ত্তন

ফাল্গুন—১৩৪৩,
লিলুয়া, ই, আই, আর

প্রেমনিধিটুকু ফিরে কি আসে না রে ?

(৪৪)

ঘাটে ব'সে একা
হেরি যে কত তরী !—
ভাসে জলে শুধু
যেতে গো পরপারে !
আন্‌মনা হ'য়ে
গাঁথি যে কত মালা
ডুবে আপনাতে
ব্যথা গো ভুলিবারে !
আকাশে ধিকি ধিকি
জ্বলে যে কত
তারা !
জ্যোছনামাখা সবি !
নয়নে বহে
ধারা !
বিফল মালা গাঁথা,
বিফলে গাহি গাথা !
প্রেমনিধিটুকু
ফিরে কি আসে না রে ?

সুর—গৌরী মিশ্র

চৈত্র—১৩৪৩,
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

আশাটুকু যা' বুকে আছে।—

(৪৫)

আমার এই ভাঙ্গা ঘরে
সুখবাসর আর রচে না।
প্রেমের আলো
নিভে গেছে,
আঁধারে তাই
মন বসে না।
যারা মোর সঙ্গী এল,
তারা যে সব চ'লে গেল,
আমিই শুধু রইনু বাকি,
দুঃখেও যে গো
দিন চ'লে না!
দিনের পর দিনটি আসে,
কাল-স্রোতে ভাসিয়ে নে' যায়,
কেউ যে তা'রে ধ'র্‌তে না রে,
কারো কথা শুন্‌তে না চায়,
আশাটুকু যা' বুকে আছে!
—ফুল ফোটে তো
ফল ধরে না।

সুর—গজল

আষাঢ়—১৩৪২
হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

এবারে তাই মনটুকু দে'
সাধ্‌বো তোমা—কাঁদ্‌বো না

(৪৬)

দাও যা' তুমি নেবো মাথায়,
কখনও 'না' বোল্‌বো না ;
ব্যথা জ্বালায় জ্বোল্‌বো, তবু
কখনও 'রা' তুল্‌বো না।
তোমার আশায় চেয়ে আছি
তোমার ভাষায় গান গেয়ে,
দেখ্‌বে নাকি মোর যাতনা ?
শুন্‌বে নাকি এ মুখ চেয়ে ?
ভুবনটা যে কেমন ধারা
দেখ্‌তে গিয়ে হ'লাম সারা !
এবারে তাই মনটুকু দে'
সাধ্‌বো তোমা—কাঁদ্‌বো না।

সুর—মিশ্র সাহানা

মাঘ—১৩৪৩,
গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালকিয়া

মালাটুকু শুকায়ে গেছে

(৪৭)

মালাটুকু শুকায়ে গেছে !
আজি তাই
সকলি অসার !
ব্যথা মোর লুকায়ে আছে—
ওঠা নাবা
করে শতবার।
যেটুকু কেন্দ্র করি'
ওঠে মোর তান,
সেটুকু যে পারে গেছে
ভেঙ্গে হৃদিখান ;
সে ছিল আঁধারে
আলো,
ছিল তা'র সবি
ভালো,
আজি সে জুড়িয়া হৃদি
হ'য়ে নিরাকার !
—অসারের
মাঝে যেন সার !

সুর—কানাড়া মিশ্র

আষাঢ়—১৩৪৪,
হাওড়া ষ্টেশন, ই, আই, আর।

মানুষ যেজন ডাকে অনুক্ষণ

নামটুকু-রসে মগন হ'য়ে ;—

(৪৮)

বল হে মুরারী, স্মর হে মুরারী,
কর হে মুরারী সার !
মুরারী জীবন, মুরারী মরণ,
মুরারী ত্রিগুণাধার !
ঢাল হে পরাণ মুরারী পূজিয়া,
জনম-বাঁধন যাবে গো টুটিয়া,
পর হে গলায় আপনা ভুলিয়া
মুরারী-নামের হার ।
মানুষ যেজন ডাকে অনুক্ষণ
নামটুকুরসে মগন হ'য়ে ;
দুঃখজ্বালা তার যায় রে চলিয়া,—
নাম-সুধা-স্রোতে যায় সে ব'য়ে !
তাই, হে মুরারী,
হৃদয়বিহারী,
নমো নমো কোটী বার ।

সুর—কীর্ত্তন

আষাঢ়—১৩৪৪
হাওড়া ষ্টেশন, ই, আই, আর ।

চিরন্তনের সত্যটুকু—

(৪৯)

দিন যাবে রে
সুখে বা দুঃখে !
ভেবেই বা কি হ'বে বল,—
ব'লেই বা
কি হ'বে মুখে !
বুকের বাঁধন
হঠাৎ যদি
অসময়ে
ছিঁড়ে রে যায়,
ছুট্‌বে যে তায়
রুধির ধারা—
সেটা যে রে
থামান দায় !
বুক বেঁধে ফের চল্‌বি,—যা'তে
ডাক্‌তে পারিস্ তাঁয় দু'হা'তে,—
চিরন্তনের সত্যটুকু
বলে শুধু
এইটী রুখে ।

সুর—বাগেশ্রী মিশ্র

শ্রাবণ—১৩৪৩,
আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা ।

আমার ব্যথাটুকুর বাণী

(৫০)

গানের সুরে
গাঁথ্‌বো, প্রিয়,
আমার ভাঙ্গা হৃদয়খানি ;
সেই সুরেতে
যুগিয়ে দেবো
আমার ব্যথাটুকুর বাণী।
ফুলের আলো
জ্বালিয়ে দেবো
আমার মনের আঙিনাতে ;
প্রণয়ানিল
বইবে ধীরে,
মাত্‌বে মানুষ দুনিয়াতে ;
কারো গীতি আর গাবো না,
কারো নীতি আর চাবো না,
চাইবো শুধু তোমায়, প্রিয়,
উঠ্‌বে নাকি সুরের রাণী ?

সুর—গজল মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪৪,
হাওড়া ষ্টেশন, ই, আই, আর।

পরশটুকু বুলিয়ে গায়ে সহায় হোয়ো
ভুল ভাঙ্গিতে

(৫১)

তোমার স্মৃতি বুকেতে রেখে
মাত্‌বো আমি
তোমার গীতে ;
যদি গো দেখ বিপথগামী
ফিরিয়ে নিও
আপন চিতে।
যদি কভু হয় মতিভ্রম,—
ভুলি তব রূপ অনুপম,—
এস গো, প্রিয়,
সাম্‌নে ধেয়ে
ওরূপটুকু
স্মরিয়ে দিতে !
মানুষ আমি, নই দেবতা,
প্রতিপদে যে ভুলের কথা !-
পরশটুকু
বুলিয়ে গায়ে
সহায় হোয়ো
ভুল ভাঙ্গিতে।

সুর—গজল

পৌষ—১৩৪২
হেদুয়া, কলিকাতা।

শেষ আশা যে বাঁধ্‌বে বাসা অমরটুকুর জ্ঞানে।

(৫২)

গন্ধ তব মিশিয়ে আছে
আমার মনের ধ্যানে ;—
তোমার স্মৃতি পায় গো বাণী
তাই তো আমার গানে !
আমার মাঝে
তোমার ছায়া,
তোমার মাঝে
আমার কায়া ;
ছায়ায় কায়ায়
এক হ'য়ে যায়
মিলন-মধুর তানে।
তোমার আশা ভরিয়ে বুকে
কর্‌ছি কত যাওয়া-আসা,
তোমার প্রেম-কুসুম দিয়ে
গাঁথ্‌ছি কত তোমার ভাষা ;
শেষ আশা যে বাঁধ্‌বে বাসা
অমরটুকুর জ্ঞানে !

সুর—খাম্বাজ মিশ্র

কার্ত্তিক—: ১৩৪৫
সান্‌ইয়াট সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্মৃতিটুকু তা'র মরমে জাগে না ?

(৫৩)

কতকাল, বঁধু,
আছ গো ভুলিয়া,—
সেটা কিগো তব
মনেতে আসে না ?
কত ভালবাসা
দিয়েছিলে ঢেলে !—
স্মৃতিটুকু তা'র
মরমে জাগে না ?
আছ তুমি মোর
ভিতরে বাহিরে,—
আমাময় যথা
আমার 'আমি' রে !
তবে যে বিরহ
কেন অহরহ,—
একথা যে প্রাণ
জানিয়া জানে না !

সুর—মালকোষ

আষাঢ়—১৩৪৪
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রেমদীপটুকু জ্বালি' ধিকি ধিকি
আমোদিব প্রাণে প্রাণ

(৫৪)

গাহিব তোমারি গান ;
তব নিরমল
প্রণয়েরি সুধা
করেছি যে, প্রিয়, পান !
তোমারি নয়নে নয়ন রাখিয়া,
তব রূপ-জ্যোতি ছাঁকিয়া বাছিয়া
—যদিও আজিকে বিদায়ের ব্যথা—
বাজাবো জীবন-তান ।
প্রীতিভরা ধূপ
জ্বেলে দেবো আজি
হৃদয়-কুটীর-কোণে,
তোমারি মধুর
সুরভি ভরিবে
আমারি এ দেহ মনে ;
আছে যত মোর কথা আর গীতি,
রবে চিরদিন মেখে তব স্মৃতি ;
প্রেমদীপটুকু জ্বালি' ধিকি ধিকি
আমোদিব প্রাণে প্রাণ ।

সুর—কালেংড়া মিশ্র

চৈত্র—১৩৪৪,
লিলুয়া, ই, আই, আর ।

(ওই) নামটুকু পিয়ে, আপনারে দিয়ে
মিটাবো আমার বুকেরি ক্ষুধা—

(৫৫)

প্রভাতে উঠিয়া তোমারে পূজিয়া
লাগিব তোমারি কাজে ;
তুমি যে আমার ইহপরকাল !—
তুমি বিনা সবি বাজে।
তব প্রেম-ফুল-পরাগ মাখিয়া,
তব স্মৃতিমালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া,
পরিব গলায়, পরাব সবায়,—
যা'তে তব নাম রাজে।
আকাশে বাতাসে আলোকে আঁধারে
ঝরে যেন, প্রিয়, নামেরি সুধা !
(ওই) নামটুকু পিয়ে, আপনারে দিয়ে,
মিটাবো আমার বুকেরি ক্ষুধা ;
(তাই) হাসিয়া কাঁদিয়া তোমারে ডাকিয়া
সাজিব গো নানা সাজে।

সুর—কীর্ত্তন

আষাঢ়—১৩৪৫
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ দেহটুকু, বঁধু, তুঁহারি

(৫৬)

ওগো দেবতা, মোর হৃদি দেবতা,
ওগো দেবতা গো,
শোনো মম বারতা !
তোমারে ডাকি, তুমি পরাণ-পাখী,—
ছেড়ো না আমারে যদি
থাকে মমতা !
এ দেহটুকু, বঁধু, তুঁহারি,
এরি মাঝে গো আমি পূজারী,
আকাশে বাতাসে ভাসে
তোমারি কথা !
(শুধু) তোমারি কথা !
গগন-তলে গ্রহ-তারকা-মালা—
মনে হয়, প্রিয়, তব হাসি ঢালা !
আমি তোমাতে হারা—
তুমি সুধার ধারা !
মরণে তোমারে পেয়ে
জুড়াবো ব্যথা !
(ওগো) জুড়াবো ব্যথা !

স্বর—ছায়ানট মিশ্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪৪
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ভাতি' সুরটুকুরাণী
হাসিবে ভাসিবে নাচিবে উজলি'—

(৫৭)

গেয়ে যা'রে, মন, গান !
গানের সমীরে পাল্‌টী তুলিয়া
তরণী বহে উজান ।
আকাশের তলে আছে যত ভালো,
মানুষের মনে আছে যত কালো,
গানের আলোকে হ'বে সবি আলো
উথলিবে প্রাণে প্রাণ ।
রূপে-রসে-রঙে-রঞ্জিত হ'য়ে
ফুটিবে গানের বাণী,
শ্যাম-শোভা-ঘেরা ভরা-নদী-কূলে
ভাতি' সুরটুকুরাণী
হাসিবে ভাসিবে নাচিবে উজলি'
জাগায়ে সে ভগবান !

সুর—আলাইয়া মিশ্র

আষাঢ়—১৩৪৪
হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পরশটুকু মনের ধ্যানে

(৫৮)

অসীম আজি সসীম হ'য়ে
মিশিয়ে যে গো আমার গানে !
—বায়ু যেমন মেশানো ঠিক
অলক্ষ্যে ঐ সবার প্রাণে ।
ফুলে যেমন গন্ধ ভরা,
আলো যেমন যায় না ধরা,
সত্ত্বা তব তেমনি তর—
পরশটুকু মনের ধ্যানে ।
'আমি' 'আমার' কেবল বুলি,
তোমার কথা যাই যে ভুলি !
আমার 'আমি' ছাড়া যে দায় !
—ছাড়ে শুধুই যোগের বানে !

সুর—আড়ানা বাহার

বৈশাখ—১৩৪৩,
কালীরাখা, দেওঘর

বিরহ-জ্বালা গাঁথে যে মালা
কথা-টুকুরি সাধনা-শেখা

(৫৯)

বুকের মাঝে এঁকে যে গেছ
করাল-কাল-চরণ-রেখা !
কাঁদে গো হিয়া ব্যথায় ভরি',—
ছিল যে এত বরাতে লেখা !
তোমারি তরে কত যে আশা,
বুকেতে বাঁধা কত যে বাসা,
কি দাগা দেগে, গেলে গো বেগে,
বিলীন ক'রে নয়নে দেখা !
ভাবি গো তোমা নীরব রাতে,
ঝরে যে বারি আঁখির পাতে,
বিরহ-জ্বালা গাঁথে যে মালা
কথা-টুকুরি সাধনা-শেখা।

সুর—সিন্ধু খাম্বাজ

ভাদ্র—১৩৪২,
লিলুয়া, ই, আই, আর

—আর যেটুকু বাকি ছিল
জাহ্নবী তা' ভাসিয়ে নিল,—

(৬০)

মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল,
পঞ্চভূতে রে !
দেখ্‌নু বসে রে, নদীর ধারে রে !
পৃথ্বী তা'রে বক্ষে নিল,
সলিল তা'রে নাইয়ে দিল,
অগ্নি তারে পুড়িয়ে দিল
ভস্ম ক'রে রে !
আর যেটুকু বাকি ছিল
জাহ্নবী তা' ভাসিয়ে নিল,
মরুৎ শেষে উড়িয়ে নিল
আকাশ মাঝে রে !
সবটুকু মোর চ'লে গেল,
আমার কথা ফুরিয়ে এল,
কাজ থাকে তো চুকিয়ে ফেল
ডাকি' সে জনে রে ।

সুর—ললিত মিশ্র

ফাল্গুন—১৩৪২,
গঙ্গাতীর, কলিকাতা

(শুনি) অকূলটুকুতে কূলটুকু তুমি—

(৬১)

জাগে স্মৃতিটুকু,
ভাসে প্রীতিটুকু,
রাজে রূপটুকু তা'র।
সুখটুকু লাগি'
প্রাণটুকু দিয়ে
গাঁথি গীতিটুকু-হার।
কামনাটুকু সে করম-স্মরণে,
সম্পদটুকু সে যে গো মননে,
ভজন-পূজনটুকু সে মরণে,—
ধরমটুকু যে সার!
(ওগো) আলোকটুকু যে গিয়েছে স'রে!
আঁধারটুকু যে ঘিরেছে মোরে!
(তাই) আলোটুকু হীন
গৃহটুকু নিয়ে
বহি আমিটুকু ভার!
(শুনি) অকূলটুকুতে
কূলটুকু তুমি,
কর দুঃখটুকু পার।

সুর—কীর্ত্তন

কার্ত্তিক—১৩৪৩,
এ্যাণ্টট্রাঙ্ক রোড, সালকিয়া।

—তা'রি যে মুখটুকু আছে এ হৃদি ছেয়ে !

(৬২)

সে কেন এসেছিল
জীবন-নদী বেয়ে,—
অকালে চ'লে গেল
কত যে ব্যথা পেয়ে !

সে কেন বেসেছিল
আমারে এত ভালো
আগুলি রেখেছিল
গৃহটী ক'রে আলো !
সে কেন দিয়েছিল
আমারি গলে মালা,
চলিয়া যাবে যদি
সুদূর পারে ধেয়ে !

বেদও গীতা বলে
মরণ "নাহি নাহি",
তবে এ কাঁদা কেন
যাতনা-ভার-বাহী ?
আছে সে পরপারে, পাব গো পাব তা'রে !
—তা'রি যে মুখটুকু আছে এ হৃদি ছেয়ে !

সুর—বিভাস মিশ্র

আষাঢ়—১৩৪৩,
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

শূন্যটুকুর বুকের মাঝে
শূন্য শেষেই একা রে !

(৬৩)

হৃদয় আমার শূন্য আজি,
শূন্য আমার লেখা রে !
শূন্য আকাশ, শূন্য বাতাস,
শূন্য চোখের দেখা রে !
শূন্য আমার
সাধের বীণা,
শূন্য আমার
ঘর আঙিনা
শূন্য আশায়, শূন্য ভাষায়,
শূন্য কথাই শেখা রে !
শূন্য ভুবন, শূন্য জীবন,
শূন্য হোলো মধুর মিলন,
শূন্যটুকুর বুকের মাঝে
শূন্য শেষেই একা রে !

সুর—মিশ্র রামকেলী

পৌষ—১৩৪২,
কালীরাখা, দেওঘর।

—আপাত-কঠোর শাসনটুকু,
মধুর-কোমল যে পরিণাম !

(৬৪)

তোমায় আমি ডাক্‌ছি কত !
—শুনেও তুমি শোনোনাকো,—
ভগবান, হে ভগবান !
প্রাণে আমার কত যে জ্বালা !
—জেনেও তুমি জানোনাকো—
ভগবান, হে ভগবান !
যতই বুকে আঘাত দেবে,
ততই কাছে টেনে যে নেবে ;
—আপাত-কঠোর শাসনটুকু,
মধুর-কোমল যে পরিণাম !
ভগবান, হে ভগবান।
দুঃখ যে দাও নাইকো ক্ষতি,
দাও সাথে তা' বইতে রতি ;
হোক্‌ দুঃখেরি জীবনধারা ;—
ভাব্‌না কিসে ? গাই তব নাম।
ভগবান, হে ভগবান !

সুর—পরজ মিশ্র

কার্ত্তিক—১৩৪৩,
মধুপুর ষ্টেশন, ই, আই, আর।

কেগো তখন সোহাগভরে
পরাণটুকু জুড়ায়, স্বামী ?

(৬৫)

এসগো প্রিয়, এস দেবতা,
এস দরদী, আমার 'আমি'।
তুমি যে মম হৃদয়মণি—
চির নূতন—কত যে দামী !
আজিও দিনে তেমনি আলো,
আজিও নিশি তেমনি কালো,
আমিও বাসি তেমনি ভালো,
—তাইতো তব শরণকামী।
যখন তুমি দিনের বেলা
কাজ করগো বুক ধরিয়া,
ভেবেছ কভু, ওগো দয়িত,
কাল কাটে মোর কি করিয়া ?
আবার রাতে আঁধার ঘরে
যখন তব নয়ন ঝরে,
কেগো তখন সোহাগভরে
পরাণটুকু জুড়ায়, স্বামী ?

সুর—মিশ্র ভৈঁরো

আষাঢ়—১৩৪৩,
কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তুমি আনাগোনা, স্নেহ, ভালবাসা,
রূপরসটুকু-মিলন-পিয়াসা !

(৬৬)

জনম জনম হেরিনু তোমারে,
জানিনা তবুও কে তুমি আমার !
কামনা সাধনা—যা' কিছু বলনা—
করে সবি তব মহিমা প্রচার।
রোগে, শোকে, তাপে, জনমের জালে,
আলোকে, আঁধারে, ইহপরকালে,
করমে, মননে, প্রণয়-কথনে—
আছ তুমি সবে হ'য়ে একাকার।
ত্রিগুণ-আধার, ত্রিভুবন-সার,
ক্ষিতি-অপ-তেজ-বায়ু-ব্যোমাকার !
তুমি যে নিয়তি, ঘটনার গতি,
ভাঙ্গাগড়া যত সকলি তোমার।
তুমি আনাগোনা, স্নেহ, ভালবাসা,
রূপরসটুকু-মিলন-পিয়াসা !
তোমারি কারণ, শরীর ধারণ,
লয়েছি শরণ, যাবো ভবপার।

সুর—মিশ্র আশাবরী

কার্ত্তিক,—১৩৪২,
লিলুয়া, ই, আই, আর।

বঙ্কিমচন্দ্র *

(১)

সাহিত্য-জগতে বিভাবসু তুমি, উঠিলে ভারত-গগন-গাত্রে,
লেখনী-প্রসূত মধুময় ভাবে ঢালিলে অমিয় হৃদয়-পাত্রে।
ডাকিল অদূরে পিক্ কুহুরবে, কলসী কক্ষে চলিল রোহিণী,
রিণি-ঝিণি-করি' সুমতি কুমতি কাঁপালো তাহার হৃদয়-মোহিনী।
চমকিত চিতে সস্মিতমুখে যখনি চাহিনু মুগ্ধনয়নে,
তখনি বুঝিনু উঠিয়াছে আজি বঙ্কিমরবি ভারত-গগনে !

গাহিয়া তটিনী মৃদু কলতানে ছুটিল মিশিতে অসীম পাথারে,
তরণী-যাত্রী ফেলিয়া চলিল নবীন যুবকে কানন-মাঝারে ;
পরম পুরুষ পরমেশ,—যাঁর সত্বা জুড়িয়া সারাটী ধরণী,—
দেখালো পথিকে সঙ্কট-কালে করুণা-মূরতি অভয়া রমণী !
চমকিত চিতে............

বালবিধবার মর্ম্মব্যথায় কাঁদিল করুণ হৃদয় যাঁহার,
মুছালো তাঁহার বিজয়-পতাকা আঁখিজল সব বিধবা-বালার ;
বঙ্গসমাজ-অঙ্কন তরে হইল বিষের বৃক্ষ সৃষ্টি,
ফুটিল সে ডালে কুন্দকুসুম,—কোটী কামনার নীরব দৃষ্টি !
চমকিত চিতে............

---

* লেখকের বাল্য রচনা।

আপন হারা সে প্রেমের প্রতিমা, জগতে তাহার কি দিব তুলনা !
নিবিড়-নীরব-নিথর প্রেমে সে বাসনা বিহীন,—কহিছে 'ভুলনা',
করুণামাখানো সরলতাভরা অসীম তাহার হৃদয়-কান্তি,
দেবী কি মানবী, বোঝা নাহি যায়, জাগালো জীবনে প্রধান ভ্রান্তি !
চমকিত চিতে............

একটী বৃন্তে দুটী ফুল ফুটি' ছিন্ন হইল,—বিধির বিধান !
একটী প্রবল বায়ুর তাড়নে ছাড়িয়া চলিল ধন কুল মান ;
অন্যটী তায় রক্ষা করিল নিজের স্বার্থ করিয়া ব্যর্থ,
দেখালো জগতে ত্যাগের গরিমা, আত্মার বলি পরম-অর্থ
চমকিত চিতে............

সাম্যের গানে, বিজয়-বাদ্যে, বাঙ্গালী লইল ত্যাগের দীক্ষা,
বাঙ্গালী আবার করিল প্রচার "বন্দেমাতরম্"-মন্ত্রশিক্ষা।
এস বঙ্কিম, উঠ দুর্দ্দিনে, জাগাও পুনঃ সে মোহন মন্ত্র ;
দুঃখ ও দৈন্য দূর হ'য়ে যাক্ ; বাজাও বাঙ্গালী হৃদয়যন্ত্র।
চমকিত চিতে............

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত,
ফাল্গুন—১৩৩২।

প্রগতিবন্যা

(২)

এসগো মানব-প্রগতিবন্যা, ভাসাও বঙ্গনগরপল্লী,
টেনে নিয়ে যাও কলুষ-কালিমা ধৌত করিয়া কাননবল্লী।
বঙ্গ-অস্থি-মজ্জা-মাঝারে রয়েছে পূতির ক্লেদ যে লিপ্ত!
ভাসাও সকলি তোমার প্রবাহে শৌর্য্যমহিমা করিয়া দীপ্ত।
আনিও সঙ্গে অন্ন, শান্তি, দানিও হৃদয়ে অগাধ ভক্তি,
হরিও রোগ ও যাতনা পীড়ন, দূরিও হীনতা জাগায়ে শক্তি।

ভাসাও আমায় প্রবল প্রবাহে আঘাতিয়া মোর মনমৃদঙ্গ,
সাম্যবাদ্যে নবঝঙ্কারে বাজিয়া উঠুক নবীনবঙ্গ;
কঠোর কালের কুটিল রঙ্গ ধুয়ে মুছে যাক্ তোমারি স্পর্শে,
বিপুলবঙ্গ ভরিয়া উঠুক্ দীপ্তপ্রতাপে গভীর হর্ষে।
আনিও সঙ্গে অন্ন শান্তি, দানিও হৃদয়ে অগাধ ভক্তি,
হরিও রোগ ও যাতনা পীড়ন, দূরিও হীনতা জাগায়ে শক্তি!

সুখালোকটুকু ফুটিয়া উঠুক, পা'ক্ সে বাঙালী আসনাদর্শ,
উজলি' বাঙ্‌লা নামের গরিমা গাহুক আবার নূতন বর্ষ;
শঙ্কিত চিত কুণ্ঠা তেয়াগি' উঠুক পুনঃ সে নবীনগর্ব্বে,
স্নিগ্ধ মধুর প্রেমের তুফান নাচুক হিয়ার পর্ব্বে পর্ব্বে!
আনিও সঙ্গে অন্ন শান্তি, দানিও হৃদয়ে অগাধভক্তি,
হরিও রোগ ও যাতনা পীড়ন, দূরিও হীনতা জাগায়ে শক্তি।

"কিশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত,

ভাদ্র—১৩৪৩। ম।

অর্চ্চনা

(৩)

আস্‌ছিস্ তো মা প্রতি বৎসর,—আসার ফলটা হবে কি পূর্ণ?
সন্তানে শুধু চেতনা জাগালি,—আশাটুকু মাগো হয় যে চূর্ণ!

দেখ্‌ছিস্ না মা কতটা হীনতা, কতটা দীনতা, কত অশান্তি
ঘিরেছে সপ্তকোটী সন্তানে!—এটা কি মিথ্যা? এটা কি ভ্রান্তি?

ম্যালেরিয়াদির ভীষণ পেষণ লেগে তো আছেই তাদের বক্ষে!
এতেই যে মাগো শরীর জীর্ণ, তুই বিনে আর কে করে রক্ষে!

তোর যদি মাগো মামুলি ধাঁচের আসাই কেবল শ্যামল বঙ্গে,
ব্যর্থ হবে যে মোদের জীবন, দুনিয়ার লোক হাসিবে রঙ্গে।

নিঠুর কালের কঠোর ভ্রূকুটী—এ যে অসহ্য! এযে মা তিক্ত!
তার চেয়ে মাগো যাই যমালয়ে, যদি অদৃষ্ট না হয় দীপ্ত!

যদি তুই মাগো না দিবি ভক্তি,—না দিবি শক্তি, না দিবি বিত্ত,
কেমনে রচিব পূজার অর্ঘ্য? ক্ষুব্ধ সদা যে রহিবে চিত্ত!

দশ হাতে তোর দশ প্রহরণ, পদতলে ভীম মহিষ দৈত্য!—
এটা কি সখের শোভাসম্পদ? এটা কি শৌর্য্যে ঢালিতে শৈত্য!

[illegible] জলে ফুলে ফলে তোর ছেলেরা পুষ্ট,
[illegible] বল? পূজা পেয়ে তুই হোস্ না তুষ্ট?

"ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত,
ফাল্গুন—১৩৩২।

হয় তুই জাগ্, না হয় জাগা মা, যেমনে পারিস্ পাগ্‌লা রুদ্রে,—
টল্‌মল্ ক'রে নড়ুক বিশ্ব, উঠুক তুফান জন-সমুদ্রে !

ঘোচা মা আঁধার, অকাল নিদ্রা, জ্বেলে দে বীর্য্য-বহ্নি হর্ষে
প্রাণভ'রে গাহি জীমূত-মন্দ্রে নৃত্য-ছন্দে এ নব বর্ষে !

যদি মা বঙ্গে রোগের বীজাণু হয় বিনষ্ট তোরই পুণ্যে,
তোর নামে মাগো বাজ্‌বে ডঙ্কা, 'বাঙালী' নাম্‌টা রবেনা শূন্যে।

আদ্যাশক্তি ! জগদ্ধাত্রি ! জাগা মা শক্তি বিজয় গর্ব্বে—
অর্চ্চনা আজ কোর্‌বো সাঙ্গ বুকের রক্তে তোর এ পর্ব্বে।

"বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত,
শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন—১৩৪৪। ম।

কর্ম্মযোগ

(৪)

বিশ্ব যখন ছিল গো সুপ্ত
ছিল শুধু ঘোর অন্ধকার ;
মাঝে ছিল যে তা'র একটী বীণা,
বাঁধা ছিল তায় পাঁচটী তার !
সেতারে বাজালো যে মহামানব—
অনাদি অসীম মধ্যহীন !
রূপ-রস-আদি-সুরের লহরী—
উঠিয়া হইল ভোগেতে লীন।
ছিল না মানুষ, ছিল নাকো জীব,
ছিল না বৈরী, ছিল না কেউ ;
স্বীয় ছাঁচে ঢেলে সৃজিল দেবতা
পুরুষ-প্রকৃতি-মিলন-ঢেউ ;
সেই ঢেউমুখে জন্মেছি মোরা—
নামেতে মানুষ, কাজেতে নয় ;
মানুষের মত 'মানুষ' তাহারা,
যা'রা জেগে নাহি ঘুমায়ে রয়।
সন্ন্যাসী তুমি ? থাক তবে দূরে,
তোমারে সাধিতে সময় নাই ;
সংসারী তুমি ? ওঠো তবে আজ,
জ্যান্ত যে তুমি মানুষ ভাই !

ত্যাগ-তপস্যা-ধ্যান-ধারণাদি—
যে গুলোকে বলে ধর্ম্ম-সার,
সেগুলো এখন তুলে রেখে দাও,
ধার যদি যুগ-ধর্ম্ম-ধার।
শঙ্কর, রামানন্দ, নিমাই,
বুদ্ধ, কবীর, ত্রিলঙ্‌স্বামী
সন্ন্যাস-পরাকাষ্ঠা প্রকাশি'
করিল রে সবে স্বর্গকামী!
কোথা সে স্বর্গ জড়বাদী যুগে?
তোমাতেই সে যে বিরাজমান;
যোগ-বলটুকু,-যা' দেয় স্বর্গ,
সেটা যে কর্ম্মাসক্ত প্রাণ।
ধর্ম্ম-খোলোস পরা গেছে ঢের,
এস মোরা যুগ-বর্ম্ম পরি;
জপ তপ সব দূরে ফেলে রেখে
কর্ম্ম-যোগীকে স্মরণ করি।
এস দাশরথি, এস রামানুজ,
এস, এস ত্রেতাবীরপুঙ্গব;
এস বৃকোদর, কর্ণার্জ্জুন,
এস হে দ্বাপর-যুগ-বৈভব।
এস চাণক্য-দীক্ষিত-রাজ এস শ্রীহর্ষ, এস বিক্রম,
এস হে বিজয়, সুরেশ, প্রতাপ, শিবাজী, বিবেক, মান-সম্ভ্রম।

নিস্তেজ মোরা, নাড়ী দেহে ক্ষীণ,
কর্ম্ম-প্রেরণা নাই রে নাই,
হীনতা-পঙ্কে ডুবে আছি মোরা,
তোমাদের আজ ডাকি গো তাই।
কর্ম্ম-প্রেরণা,—কর্ম্ম-সাধনা—
কর্ম্মেতে আজ লইব দীক্ষা,
বিশ্বরূপে যা' বিশ্ববিধাতা
ধনঞ্জয়েরে দিল গো শিক্ষা।
এগোয় জাপানী, ব্রিটন, ফরাসী—
আর যত সব 'মানুষ'-জাতি ;
আমরাই খালি সাধি আর কাঁদি,
কাজ করি নাকো বক্ষপাতি'।
ধর্ম্মে ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ যে জাতি—
সে যদিরে আজ কর্ম্মহীন,
তবে সে যে আজ চলিছে মরিতে—
তা'র মত আর কে আছে দীন!
জয় পরাজয় থাকিবে ধরায়, কর্ম্মহীনতা ঘৃণ্যবাক্ ;
এত দেখে যদি না জাগে রে সাড়া, 'মানুষ' নামটা উঠিয়া যাক্!'
তাই বলি আজ, বাজাও শঙ্খ, বাজাও দামামা, বাজাও ভেরী ;
বুকে বাঁধ বল, জাগো, ওঠো, শেখো, পারাবার-পার-মানবেহেরি'।

" কশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত,
কার্ত্তিক—১৩৪৩।

আদর্শ

(৫)

ওগো মোর প্রাণ-পুণ্য-প্রতিমা, বক্ষের তুমি অস্থি, মজ্জা,
কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্যম-স্পৃহা, বিপদে ধৈর্য্য, গৃহের সজ্জা !
সাধনার মোর পরমাদর্শ, কামনার তুমি যোগ্য বিত্ত,
ধাতা তোমা তাই সুধাটুকু করি' দানিল আমায়,—ভরিল চিত্ত !
ধ্রুবতারা মম, সতী ও সাধ্বী, বিদ্যামুগ্ধা, চিরসঙ্গিনী,
চালাতেছ মোরে মহাজন-পথে, জীবনে মরণে সহধর্ম্মিণী !
রূপ-রস-আর-গন্ধ-স্পর্শ—শব্দময়ী হে কর্ম্মতরণী,—
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ও-মোক্ষ—সত্য-শিব-ও-সুন্দরখনি !
পূর্ব্ব-জন্ম-সংস্কার-স্রোত—প্রবাহিতা তুমি 'ললিতা'-বল্লী,—
জড়ালে বাল্যে বৃক্ষ-'শেখরে' ফুটায়ে আপন-প্রণয়-মল্লী ;
অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ভালবাসা তব ভরা যৌবনে
কল্যাণ-করে ডালি দিলে মোরে আপনা ভুলিয়া উপঢৌকনে।
'জানকী'র তুমি মর্ম্ম-বেদনা, 'চিন্তা'র তুমি চিন্তনঝরা,
শঙ্কর জায়া 'সতী'-দেহ তুমি, 'সাবিত্রী'-সমান স্বয়ম্বরা ;
'গান্ধারী' তুমি তেজ-গৌরবে, প্রণয়-প্রসারে 'নলরাজরাণী',
বিদ্যায় তুমি 'খনা' বা 'গার্গী', সঙ্গীতে তুমি দেবী 'বীণাপাণি' ;
ঋণপরিশোধে তুমি যে 'শৈব্যা', সন্তান-স্নেহে 'জগদ্ধাত্রী,'
রন্ধনে তুমি 'চাঁদ-কুলবধূ,' শিল্পে 'লক্ষ্মী,' 'অণিমা'-পাত্রী ;
'মন্দাকিনী'র সদৃশা স্বর্গে, মর্ত্ত্যের তুমি 'অলকানন্দা,'
পাতালপুরের 'ভোগবতী' তুমি, সর্ব্বশাস্ত্রসার যা' 'নন্দা' ;

পুণ্যের তুমি 'ত্রিবেণী'-তীর্থ, আহ্নিকে কাশী-'মণিকার্ণকা,'
যোগ-যাগ-ধ্যান-ধারণা-শক্তি, সত্য-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্ত্তিকা ;
ভ্রান্তিনাশিনী, শূন্য-'নীলিমা,' হৃদি-পিঞ্জর-বাঁধা-পতত্রী,
সুর-মূর্চ্ছনা-সুধা-রঙ্গিণী, 'শৈলেশ'-মুখ-ভরা-গায়ত্রী।
লাখ লাখ যুগ জন্ম লভিয়া হেরিনু ওরূপ-স্বরূপ-জ্যোতিঃ,
তবু না তৃপ্তি মিলিল জীবনে,—সতত রহিল হেরিতে মতি !
তুমি আজ দূরে অথচ নিকটে, এ প্রেম-বাঁধন অটুট-শক্ত,
পূর্ণ এ প্রাণ, গাহি তব গান, আমি যে তোমার পরম ভক্ত।
তুমি গো যন্ত্রী, আমি গো যন্ত্র,—পূর্ণ যে গানে হিয়ার পর্ব্ব !
রাগ-রাগিণীর ঝর্ণা ছোটে গো জলধি গর্ভে ভাসায়ে সর্ব্ব !
জন্ম, মৃত্যু, হাসি ও কান্না—বিধির বিধান ! শাসন-তন্ত্র !
মর্ম্ম-গ্রন্থি-ভেদি' ওঠে আজ ওঙ্কারটুকু পাবার মন্ত্র।

পৌষ—১৩৪২

হেদুয়ার ধার, কলিকাতা।

মুক্তি

(৬)

মানব-জনমে করেছ আমায়
স্বর্ণ-খণ্ড, পরমানন্দ,
আগুনে পোড়াও, ছেঁকে বেছে লও,
কোরো নাকো দ্বিধা, মিটাও সন্দ
ফেল যদি মোরে ভীষণ হাপরে,—
জ্বলে পুড়ে মরি অগ্নি-দাহনে,—
সে যে হবে মোর পরম শুদ্ধি !
খাঁটী সুবর্ণ হবো সে কারণে।
মণি-মাণিক্য-খচিত করিয়া
যদি গো সাজাও আমার অঙ্গ,
সে যে হবে মোর পরম তৃপ্তি,—
সে যে তব দান হাসি বা রঙ্গ !
দেবতা আমার, সাধনা আমার,
নাচাও আমায় যেমন বাসনা,
নেবো মাথা পেতে তোমার যা' কিছু,
অন্তরে সহি' শতেক যাতনা।
জীবন, মরণ,—বেদনা, শান্তি,—
তোমারি কাম্য শাসন-যুক্তি !
প্রাণ বলে তাই পাবো একদিন—
পাবো, পাবো সেইটুকু যা' মুক্তি

"কিশলয়" পত্রিকায় প্রকাশিত ;
আষাঢ়—১৩৪৪।

দিল্লীস্মৃতি

(৭)

দিল্লী নগরী, দিল্লী নগরী, নমি গো তোমায়, তুমি রাজধানী,
তোমার হৃদয়ে গ্রথিত রয়েছে রাশি রাশি কত যুগ-যুগ-বাণী।
কোথা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম,—কোথা যত সব বীর পাণ্ডব ?
কোথা গেল তারা তেয়াগি' তোমায়, আরো কত শত মহাবৈভব ?
কোথা অভিমানী কৌরব-দল ? কোথায় তাদের অহমিকাভার ?
হয়েছে কি তারা মহাকালে লীন তব ধূলিকণা করিয়া গো সার ?
প্রাচীন কালের প্রাচীন বারতা পরাণে পশিয়া জাগায় ধমনী,
ঘৃণা-বিতৃষ্ণা-ক্রোধ-আদি যত উঠে ফণা তুলে,—যেন শতফণী !
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মিটিল, কত রাজাপ্রজা নিয়তির জালে
জড়ালো ! তা'দের অনুপরমাণু মেশানো যে আজ তব মহাভালে !
রাজা প্রজা কেন ? যত প্রাণী আছে দুনিয়ার মাঝে
সকলে সমান,—
সকলেই খায়, সকলেই গায়, হাসে কাঁদে করে সে মহাপ্রয়াণ।
দিল্লীনগরী, তুমি আছ ঠিক, সত্যের মত স্থির তব নাম,
যদিও তোমার বক্ষ-মাঝারে সত্যাসত্য যোঝে অবিরাম।

দিল্লী, তোমারে বড় ভালবাসি, ভালবাসি তব খোলা প্রান্তর,
ভালবাসি তব উদার ললাট, বক্ষ মহান, বিরাটান্তর,
পুরাণোস্মৃতির নিঠুরতা গেছে ; নৃত্য-মুখর-নবীন-ছন্দে
দুলিছ যেন গো স্বপ্নরাজ্যে ! কবিকুল তাই তোমারে বন্দে।

তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তব কথা, আলো,
গান ও গন্ধ,
চিন্তন-স্রোতে বহে যে আমার !—নারি যে তাদের করিতে বন্ধ !
তব গিরিপথ, সমতল ভূমি, জিজ্ঞাসে মোরে জন্মতত্ত্ব,—
স্বপ্ন কি তবে মানব-জীবন ? এর মাঝে চাপা আছে কি সত্য ?
সদা মনে হয় তোমার জীবনে জড়ানো আমার কত যে শান্তি !
বাক্যেতে তাহা হয় না ব্যক্ত,—লেখায়ো ফোটেনা
তাহে যে কান্তি !
গগনস্পর্শী অচলের মত শোভিছে অদূরে কীর্ত্তি 'মিনার',
মুক্তা-মালিকা-সদৃশ বিরাজে তোমার কণ্ঠে যমুনা-বিহার।
নূতন দিল্লী রক্ষে যত্নে হিন্দুর মেধা যন্ত্র-মন্ত্র ;
সমাধি-কেল্লা-জুম্মাদি-মাঝে ঘোষে ইস্‌লাম শক্তি-তন্ত্র।
নবীন প্রাচীন মিশেছে রঙ্গে,—অতীত বর্ত্তমানের নৃত্য !
মৃত্যু যেন গো লভেছে জন্ম !—সব দেখি যেন কর্ম্মভৃত্য !
তোমার স্মরণে ঝঙ্কারে প্রাণে,—নাইকো মরণ, নাইকো ধ্বংস।
অজর, অমর, ওঙ্কারটুকু, দেশ, কাল আর মানব-বংশ !
যুগে যুগে লভি' বাঙ্গালী জন্ম ভ্রমিব তোমার জীবন-কুঞ্জে,
প্রাণঢেলে গাবো গীত-গোবিন্দ ; ভরে যেন হৃদি মিলন-পুঞ্জে !
তোমার বক্ষে কাটানো সাতটী বছর আমার পারিজাত ফুল,
ছেড়েছি তোমায়, হারায়েছি, হায়, জীবনের মোর সম্পদ-মূল !

শ্রাবণ—১৩৪২,
মিণ্টো রোড, নিউদিল্লী।

গরীব দেবতা *

(৮)

দীন-অতি-দীন, কুঁড়েঘরবাসী, "সাধু তুকারাম মোরে",
যাহা পায় তায় কাটায় সে দিন মুহুরীর কাজ ক'রে।
পত্নী তাহার খাটে খোটে খুব, নাহিক বিরাম তা'র,
আধপেটা তবু খেয়ে থাকে তারা, জোটেনাকো বেশী আর।
কিন্তু তাহার সদাই বিরাগ, মাঝে মাঝে মুখ নাড়া,
ভাগ্যের দোষে সাধু আজ দুঃখী, তাই তা'র নাহি সাড়া।
ছিল তার সব, ছিল না অভাব, সুখে গেছে তা'র দিন;
পুরাতন কথা জাগায়ে হৃদয়ে করেনাকো তনু ক্ষীণ।
আছে শুধু তা'র পর্ণকুটীর, মুহুরীর কাজ, জায়া,
পাঁচকাঠা জমি আর আছে তা'র বুকভরা দয়া মায়া;
ঘটী বাটী তা'র সকলি মাটীর, শতেক ছিদ্রঝরা,
কিছুতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই,—পরাণে শান্তি ভরা!

দিনমণি এল আকাশ-মাঝারে—তবু নাহি কাজ আসে!
সাধু তাই আজ গালে হাত দিয়ে ভাবে আর মনে হাসে।
গৃহিণী তাহার আশাপথ পানে চাহি' বসে একা ঘরে—
কি হবে উপায়, বোঝা নাহি যায়,—সাধু আজ কি যে করে!

* সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত; পরম সাধু তুকারাম মোরের জীবনীপাঠে ইহা জানিতে পারা যায়।

পশ্চিমাকাশে রবি গেল হেলে হেরি' সাধু ওঠে ধীরে,—
চলে আন্‌মনে কুঁড়ে ঘর পানে ডেকে তাঁ'রে আঁখিনীরে।
ঘরণী তাহার ক্ষুধার জ্বালায় হারায়ে ধীরতা-জ্ঞান,
কুটীর ভিতরে পড়ি' একধারে সদা করে আন্‌চান্।
পতিকে দেখিয়া ওঠে ধড়মড়ি'—বলে, "আজ কিগো পেলে ?
ওমা, শুধু হাত ! কিছু পাওনিকো ! তবে কেন ঘরে এলে ?
দূর হ'য়ে যা', ওরে মুখপোড়া, বিয়ে করেছিলি কেন ?
হাড়ে নাড়ে খেলি, গলে দড়ি তোর, মুখ দেখাস্‌নে যেন"।
সাধু ডাকে মনে, "কাঁঙালের নাথ, দাও তব পদে ঠাঁই"
আর হেসে বলে,"আমি যে গো স্বামী, নাহি তব জ্ঞান ছাই ?"
একটু কি ভেবে সাধু চট্ ক'রে বা'র হোলো দেখে জোরে
গৃহিণী কহিল, "কোথা যাও তুমি," চোখ দুটী জলে ভ'রে।
সাধু ধীরে বলে, "মনে পড়ে গেল, আখ আছে সেই ক্ষেতে,
তাই এনে আজ খাওয়াব তোমায়, দেরি হবে নাকো এতে !"
ক্ষেতে গিয়ে সাধু দেখে তিনখানা আখ পড়ে একধারে ;
কচা-কচ্ ক'রে কেটে বেঁধে ফেরে নিয়ে আখ-আঁটীটারে।
গির্জ্জার ঘড়ি ঢঙ্ ঢঙ্ ক'রে বেজে গেল চারবার,
তাই শুনে সাধু আন্‌মনে বলে, "বেলা নেই যে কো আর !"

পথে যেতে যেতে মা'র কোলে শিশু কেঁদে বলে, "আখ খাব ;
দাও, মাগো, মোরে একগাছা আখ, আমি তা'হ'লে না যাব"।
রোদনের ধ্বনি শুনিয়া সাধুর হৃদয় গলিতেছিল,
একগাছা আখ খুলি' ক্ষণপরে "নাও" ব'লে তা'রে দিল।

কিছু দূরে দেখে বৃদ্ধা রমণী গলিত-পলিত-কেশা
অতি গুড়ি গুড়ি চলিয়াছে পথে,—যেন তা'র তৃষা নেশা !—
সাধুর হস্তে আখ দেখে বলে, "আখ রস যদি পাই,—
তেষ্টায় মোর ছাতি ফেটে যায়,—তা'হ'লে একটু খাই।"
বৃদ্ধার কথা সাধুর শ্রবণে ঢালিল অমৃত ধারা ;
বাঁচিবে না বুড়ী বেশীদিন আর,—এই ভেবে সাধু সারা !
"পত্নী আমার উপবাসে আছে, পেয়েছিনু তিন আখ,
একগাছি গেছে বালকেরে দিতে, আর গাছি দেওয়া যাক্ ;
বাকি একগাছা বাড়ী নিয়ে যাব, বৌকে তা' দেবো খেতে,
আমি আজ কিছু নাই বা খেলাম, দোষ নেই আর এতে !"
এই সব ভেবে সাধু তুকারাম বৃদ্ধাকে আখ দিয়ে
আশীষ কুড়ায়ে হন্ হন্ ক'রে চলে বাকি আখ নিয়ে।
পাঁচ বেজে গেছে ; গৃহিণী কাতরা বসি' বাতায়ন ধারে
কাঁদে আর ভাবে, "কেন গালি দিনু, আর বুঝি ফেরে নারে !"
দরজার কাছে সাধুকে হেরিয়া ছুটে গেল আখ নিতে,
একগাছি তা'র হাতে দেখি' কাঁপে থরথরি' ক্রোধ-চিতে।
আখখানা খপ্ করে কেড়ে নিয়ে লাগালো সাধুর শিরে,—
"ওগো বাবা" বলি সাধু বসে পোলো—তাহা দেখে হঠে ধীরে।
একখানা আখ হইল দু'খান, উঠে হেসে সাধু স'রে
বলে, "বেশ হোলো, ভাগে মিলে গেল, একখানা দাও মোরে",
জায়া তা'র ছুটে এসে পড়ে পায় ; বলে, "গরীবের ঘরে,
স্বরগের তুমি দেবতা আমার, আসিলে কেমন ক'রে ?"

বৈশাখ—১৩৩৬ ;
সমরু প্রেস, নিউদিল্লী।

অভিমান

ঘনঘটা-জাল ধীরি ধীরি আসি' ঘিরিল চন্দ্রতারা,
বিজলীর আলো খেলিছে গগনে ধাঁধিয়া ধরণী সারা,
বরষার ধারা, অশনিপতন, দূরে শোভে রামধনু ;
কাঁপিছে জগৎ, কাঁপিছে মানব, কাঁপে অনুপরমাণু।
ভাবিছে শরৎ আপনার মনে, করিয়াছি বড় ভুল—
যা'র তরে হৃদে এত ঝড় বহে নাহিক তাহার তুল ;
প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলা ঘটেনিকো ভুল-ফলে,
দগ্ধ হয়নি প্রকৃতি হৃদয় নারীর বচনানলে,
উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে বড় বাজে মোর প্রাণে,
আজ আমি রোগে বিছানায় প'ড়ে কেহ নাহি এইখানে।
মাতা পিতা কবে ছেড়ে গেছে মোরে স্মরণে আসে না তাহা,
আজ যদি সেই পথে চ'লে যাই কাঁদিবে না কেহ, আহা !
ভেবেছিনু মনে গয়া কাশী আর যত যা' তীর্থ আছে,
পতি ও পত্নী মিলনে হবে তা' পূর্ণ মোদের কাছে।
মনের বাসনা মনে লয় পেলো, দেখিনু সকলি বাজে ;
'ভালবাসা' শুধু আকাশ-কুসুম—লাগেনাকো কোন কাজে !
ছিল মোর সব, বিরাট বিভব, বড়বাড়ী, জমিদারী,
গিয়েছে শুধিতে পৈতৃকঋণ, করি শুধু মাষ্টারী,
বড়দিদি মোরে করিল পালন, শেষে ধ'রে দিল বিয়ে,
তা'র ফলে এই দাঁড়াই প্রথম বংশে চাকরী নিয়ে !

কোথা নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, কোথা ভবকাণ্ডারী,
লও তব পায় দূরি' ভবদায়, সহিতে যে আর নারি !
"ভালবাস ধনী পিতার আলয়, থাক তবে সেইখানে,
গরীবের ঘর, মাষ্টারী-গিরি ভাল না লাগে তো প্রাণে"—
কহিনু সে দিন মোর ঘরণীরে খিচে গিয়ে রাগভরে,
গেল সে তো চ'লে !—স্বজনবিহীন প'ড়ে আছি একা ঘরে।

পত্নী অরুণা পিতার আলয়ে দিন যাপে অভিমানে,
হিতে বিপরীত হ'য়ে গেল দেখে কাতরা হইল প্রাণে ;
অপরাধ তা'র কিছু ছিল না কো, হায়, যাহা বলেছিল
ভাল হবে তা'তে স্বামীর জীবন এই তো সে ভেবেছিল !
অরুণা তাহার নিজের ভাগ্যে ছি ছি ধিক্কার দিয়া
ভাবে, ক'টা দিন কাটাবো হেথায় বাঁধিয়া আপন হিয়া।
শারদীয় পূজা, নবমী সে দিন, ভারী জাঁক, সমারোহ ;
কেহ করে কাজ, কেহ গায় গান, চারিদিকে প্রীতি-মোহ ;
বড় বড় সব নামজাদা লোকে ভ'রে গেছে বড় বাড়ী ;
আহারাদিশেষে কেহ হেসে বসে, কেহ ফেরে তাড়াতাড়ি ;
বড় ডাক্তার ভবনাথ রায় ; তাঁর ছেলে শশধর
অরুণার সব কথা জেনে নিয়ে করিয়াছে তায় ভর ;
শরৎশ্যালক সরোজভূষণ বন্ধুর সাথে আসি'
পূজার সে দিন করিল প্রচার অহং জ্ঞানের রাশি।
অবশেষে সবে নিজ নিজ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল,—
সেই সুবিধায় শশধর এক শিশুরে ডাকিয়া দিল

কুৎসিত ছবি অরুণার তরে—"তুমি গো আমার রাধা,
আমিও তোমার"—নাম ধাম লেখা রেশমী কাগজে বাঁধা।
শিশু সযতনে সেটী লয়ে গেল, 'পিছিমা' ডাকিল ধীরে ;
কঠোর কণ্ঠে অরুণা কহিল, "তোর হাতে এটা কিরে ?"
ভীতি-ব্যঞ্জকস্বরে 'ভুলু' সব বলিল পিসির কাছে,
অরুণা তখনি আপনারে বলে,—"বরাতে কতনা আছে !
এত অপমান, এত হেনস্তা ভাবিনি স্বপনে-মনে,
—কেন ছেড়েছিনু বাজে অভিমানে নিজ স্বামী-ঘর-ধনে !
শ্বশুরকুলের কুঁড়ে ঘর আর যত দীন হোক্ স্বামী,—
চির-ঈপ্সিত সে যে গো নারীর—সবচেয়ে বেশী দামী"।
অরুণা উঠিয়া অতি দ্রুতগতি চলে ক্ষোভে রোষভরে ;
পিতার সকাশে পৌছে কহিল, "চলিনু শ্বশুর ঘরে।
কাজ আছে এক, মণি ঝি চলুক মাথুর গাড়ীতে পথে,"
আর ভাবে মনে, হেথায় জীবনে আসিব না কোনমতে।
পত্নী চলিল পতির আলয়ে জাগে কত স্মৃতি মনে !
মাঝে মাঝে ভাবে, এত অপমান করে অমানুষ জনে !

সাঁঝ হ'য়ে গেছে, লোক জন সব ধায় নিজ নিজ কাজে,
গঙ্গার তীরে দেব-মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
অন্তর ভরি' তাঁকে গড় করি' পৌছে অরুণা দ্বারে
দেখিল, দুয়ার-তালা-চাবি দেয়া ! আঁখি বহে শতধারে ;
মণি ঝি নামিয়া শুধালো পাড়ায়, "কোথায় জামাইবাবু ?"
প্রতিবেশী কহে, "হাঁসপাতালেতে রেখে যে এসেছে হাবু"।

এই কথা শুনি' অরুণাহৃদয় ভাঙিয়া চূর্ণ হোলো ;
মণি ঝি কহিল গাড়ীর চালকে, "মাথুয়া ইধার চোলো।"
বুকফাটা দুঃখে গুমরি' অরুণা স্বামীর চরণতলে
পড়িয়া কহিল, "কেন এলে হেথা অভাগীরে নাহি ব'লে ?
কোনদিন আমি জ্ঞানতঃ তোমায় দূষিনি দেবতা, স্বামী,
তুমিই দিয়েছ আস্কারা মোরে জানে অন্তর্যামী ;
তা'র প্রতিফল পেয়েছি ভীষণ, বুঝেছি তা' হাড়ে নাড়ে,
বকো আর ঝকো, অরুণা তোমায় আর কভু নাহি ছাড়ে।"

ফাল্গুন—১৩৪১,
হনুমান রোড, নিউদিল্লী।